

ভবন পতন না নৈতিক অধঃপতন

ভূমিধ্বস

অ ব নি অ ন া র্য

ইদানিং বহুতল-ভবন ধ্বসের কারণে ‘পতন’ বিষয়ে আমরা প্রায় সবাই কম-বেশি সজাগ। সজাগ এ-কারণেই যে, অন্যের চিরনিদ্রায় আমরা কেউ কেউ সজাগ হই। এই সজাগ হওয়া দুই ধরনের- একটা হচ্ছে পতনের ফলে আহত/নিহত ব্যক্তির উদ্ধারকাজে সজাগ। অন্যটা হাততালি দেয়ার জন্য সজাগ। প্রথমোক্ত কারণটি সহজেই বোধগম্য। পরেরটা বোঝা খানিক কঠিন, অনেকটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য মানেই অসম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেন, এরকম পতনের ফলে মালিকশ্রেণী বিপুল অংকের ইন্স্যুরেন্সর টাকার মালিক হন। তাঁরা একেবারে না জেনেই এজাতীয় কথা বলেন- এটা বোধ হয় সত্য নয়। যাহোক, পৃথিবীর ইতিহাসে ‘পতন’-এর ভূমিকা অপরিসীম। সেমিটিক ধর্মগুলোর মতে, পৃথিবী সৃষ্টির আদি-ইতিহাসও বাবা আদম আর মা হাওয়ার ভূ-পতনের ফল। আবার, বিজ্ঞানী নিউটনের মাথার ওপর আপেল পতনের ঘটনাও আমরা সবাই জানি। ওই পতন না হলে বিজ্ঞানী নিউটনও সজাগ হতেন না, তাঁর গবেষণাও হতো না। আর আমরাও জানতে পারতাম না, পৃথিবী সবসময় নিজ কেন্দ্রের দিকে সবকিছু টানে। বিজ্ঞানের ভাষায় এ-টানকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ টান। মাধ্যাকর্ষণ টান নিয়ে পরে ব্যাপক গবেষণা হয়; বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অতএব, পতনের ভূমিকা অসামান্য। অবশ্য বলে রাখা ভালো, উপরোক্ত দুই পতনের ফলে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি।

বিজ্ঞানী নিউটনের আবিষ্কার নিয়ে পৃথিবীর কারোই কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেটা তত্ত্ব আকারে প্রতিষ্ঠিত। ঝরনাও যে ভূমিতে পতিত হয়, তাও ওই মাধ্যাকর্ষণের টানের ফলেই। তবু, এই বঙ্গে নিউটনের সূত্র ভুল প্রমাণের চেষ্টা অবিরত চলছে, যাচাই বাছাই হচ্ছে। বহুতল ভবন ভেঙে গেলেও সেটা মাধ্যাকর্ষণ টান উপেক্ষা করে ভূপতিত না হয়ে উপরের দিকেও যেতে পারে- এরকম সম্ভাবনাকে তাঁরা নাকচ করে দিতে চান না। আর, একবার যদি সেটা প্রমাণিত হয়, তবে নোবেল পাওয়া ঠেকায় কে?

সন্দেহই বিজ্ঞানের সূতিকাগার। সন্দেহ থেকেই পরীক্ষা, পরীক্ষার মধ্যেই আবিষ্কার, জয় হয় সত্যের। আর এ-জাতীয় সন্দেহ একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না। সন্দেহকারী বিজ্ঞানীগণ দেখেছেন, কামান কিংবা ভূ-উপগ্রহ উপরের দিকে ছোটে। অতএব, বহুতল ভবনও ভেঙে উর্ধ্বগামী হতে পারে। কিন্তু, কামান-ভূউপগ্রহ ফের পৃথিবীতেই ফিরে আসে। তবু পরীক্ষা চলছেই।

এদিকে গবেষণা যেহেতু গিনিপিগের মতো নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের উপর করা হয়, আর গার্মেন্টস শ্রমিকরা যেহেতু গিনিপিগের চেয়ে ঢের নিচুশ্রেণীর, সেহেতু তাদের নিয়ে গবেষণা অন্যান্য কিছু নয়!

অথচ বিধি বাম (বামপন্থী অবশ্য নয়)। ভবন নিচেই পতিত হয়। এটা কি তবে বুঝে রাখা? সে প্রশ্ন থাক। বিতর্কের বিষয়। ঝগড়াঝাটি পরিহার করা জ্ঞানীর কর্তব্য। সে কর্তব্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা আমাদের জ্ঞানী মন্ত্রীর সুরে তাল রেখে বলি- আল্লার মাল আল্লা নিয়ে গেছে। এখানে এটাও মনে রাখা দরকার, মন্ত্রী-এমপি কিন্তু পাবলিক/ভোটারের মাল। বোধোদয় হলে এই পাবলিক/ভোটাররাই কিন্তু নিজেদের মাল একদিনেই সাবাড় করে দেবেন। পাবলিকের মাল পাবলিক নিয়ে গেলে মন্ত্রীত্ব-এমপিত্ব কোথায় যাবে তার হদিস পাওয়া যাবে না। শেষমেশ কপালে পুলিশের লাঠিও জোটে কি-না কে জানে।

অবশ্য আমাদের মন্ত্রী-এমপিরা এসব বিষয়ে কখনোই উদাসীন নন। নিহতদের জন্য তারাও দুঃখ-শোকে একাকার। আর যা-ই হোক, এরাতো ভোটারও বটে। ওদিক সামনেই নির্বাচন। এমন একটা ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে এতোগুলো ভোটার হাতছাড়া হয়ে গেলো। এটা সত্যিই বেদনাদায়ক। হিসেব কষতেই তাদের এখন নাভিশ্বাস উঠছে। অবৈধ ভোটারের তুলনায় মৃত ভোটারের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে আবার ভোটার তালিকার ‘প্রোজেক্ট’ হাতে নিতে হবে। প্রোজেক্ট-এর সঙ্গে অর্থলগ্নির বিষয়টা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হলেও সময় তো নাই। সময় থাকে না।

পৃথিবীর নিয়ম মোতাবেক ‘পতন’ সর্বদাই নিম্নমুখী। এতো এতো পতন হচ্ছে, তবু সরকার চুপ। অনেকে বলেন, এটা সরকার পতনের আলামত। এসব কথা আবেগসূলভ বাতুলতা সন্দেহ নাই।

নিম্নমুখী হলেও, বাংলা অভিধানে ‘অধঃপতন’ বলে বিশেষ একটা শব্দ আছে। পতনের আগে ‘অধঃ’ জুড়ে দিয়ে বিশেষায়িত করা হয়েছে শব্দটাকে। সাধারণত, ‘নৈতিক’ শব্দটার সঙ্গে ‘অধঃপতন’-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভবন নির্মাণের সময় অনুমতি নেয়া হয় দোতলার, কিন্তু ভবন-নির্মাতার হোক আর নীতিনির্ধারকদেরই হোক, কোন নৈতিকতায় সেই ভবন বারো তলা হয়? ভবন পতন হোক আর সরকার পতন হোক, এই ‘নৈতিক অধঃপতন’-ই সবকিছুর জন্য দায়ী কি-না, একবার ভেবে দেখা যায় কি?

aunarjo@gmail.com